আল-ই'লাম

বিহুকমিল কিয়াম

[দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা ও মিলাদে কিয়াম করার বিধান]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين أما بعد...

ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ফলে বর্তমানে যেসব দ্বীনী বিষয়ে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতন্ডা দেখা যায়, তার মধ্যে কারো সম্মানে দাড়ানো বা কিয়াম করা অন্যতম। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বাধিক বেশি বিতর্কিত বিষয়টি হলো, মিলাদে কিয়াম করা। এসব বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা বা লেখালেখি হয়ে থাকে। তবে আলোচনা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্তে আবেগ-অনুভূতি ও নির্দিষ্ট মতের স্বপক্ষে শ্রদ্ধা-ভক্তি বেশি প্রাধান্য পায়। যে যা বলেন, যে কোন ভাবে সেটাই প্রমাণ করার ব্যাপারে স্বচেষ্ট থাকেন। শরীয়তের মূলনীতির আলোকে গ্রহণযোগ্য মত কোনটি তা অনুধাবনের চেষ্টা করেন না। এই একগুয়েমীর কারণে অনেক সময় ব্যাপক বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সমস্যা নিরসনে এ প্রসঙ্গে আমরা উভয়পক্ষের উপস্থাপিত দলিল ও যুক্তিগুলো তুলে ধরবো এবং তার আলোকে বিষয়টির সঠিক সমাধান বর্ণনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম নাব্বী (র:) সম্মানিত ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে দাড়ানো বৈধ বলেছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি পৃথক পুস্তিকা লিখেছেন। উভয় পক্ষের হাদীস উল্লেখ করে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস সমূহের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং কারো সম্মানে দাড়ানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম থেকে এটা বৈধ হওয়ার মত বর্ণনা করেছেন। ইবনুল হাজ তার 'আল-মাদখাল' নামক কিতাবে ইমাম নাব্বীর ঐ সকল মতামত খন্ডায়ন করার চেষ্টা করেছেন। ইবনে হাযার আসক্বালানী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফাতহুল বারীতে এ বিষয়ে ইবনুল হাজের আলোচনা সুবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাবী, ইমাম খাত্তাবী, ইবনে বাত্তাল, ইবনে কাছীর, ইবনুল কায়্যুম, ইবনে মুফলিহ্ প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আমরা এই সকল বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের মতামতের প্রয়োজনীয় অংশ এবং তাদের উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণসমূহ তুলে ধরবো। তবে তার পূর্বে আমরা কিয়ামের প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনে নেবো যাতে পরবর্তীতে বর্ণিত কোন্ হাদীসটি কি বিষয়ে তা স্পষ্ট বুঝে নেওয়া যায়।

* কিয়ামের প্রকারভেদ

ইবনে হাযার আসক্বালানী ইবনুল কায়্যূম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন,

والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع

কারো উদ্দেশ্যে দাড়ানোর বিষয়টি তিন রকম হতে পারে।

১. কেউ বসে থাকা অবস্থায় তার সম্মানে দাড়িয়ে থাকা। এটা অহংকারী রাজা-বাদশাদের অভ্যাস।

২. কেউ (সফর থেকে নিজ এলাকায় বা নিজ বাসস্থান থেকে আত্মীয় বাড়িতে) আগমণ করলে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে যাওয়া। এতে কোনো সমস্যা নেই।

৩. (কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই) কাউকে দেখা মাত্র দাড়িয়ে যাওয়া। এই বিষয়টি নিয়েই মূলত ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত হয়েছে।

ইবনুল কায়্যূমের এই বিশ্লেষণটি গুরুত্ব সহকারে স্মরণ রাখলে এ বিষয়ে উভয়পক্ষের মতামত ও দলিল-প্রমাণ অনুধাবন করা সহজ হবে। একারণে আমরা কিয়ামের এই তিনটি প্রকার সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত কথা বলতে চাই।

প্রথম প্রকারের কিয়ামটি অহংকার ও গর্ব প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারো জন্য এটা উচিৎ নয় যে, অন্য কেউ তার সামনে দাড়াক এটা কামনা করবে। এমন ব্যক্তির সামনে দাড়ানোও সঠিক নয়। অহংকার ও গর্ব প্রকাশিত হয় এমনভাবে দাড়ানোও নিষেধ। যেমন কেউ বসে থাকা অবস্থায় অন্যরা দাড়িয়ে থাকা। এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। যারা সাধারনভাবে দাড়ানো বৈধ বলেছেন তারাও অহংকার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দাড়াতে নিষেধ করেছেন। সেই সাথে কোনো ব্যক্তি অন্যদের নিজের সম্মানে দাড়াতে বাধ্য করলে সেটাও বৈধ নয় বলে তারা মন্তব্য করেছেন।

ইমাম খাত্তাবী থেকে পরবর্তীতে এ মত বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে মুফলিহ্ কিয়াম বৈধ হওয়ার পক্ষে হাম্বালী মাযাহাবের কিছু আলেমের মত বর্ণনা করার পর বলেন,

وَالَّذِي يُقَامُ إِلَيْهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَسْتَكْبِرَ نَفْسَهُ إِلَيْهِ وَلَا يَطْلُبَهُ

যার উদ্দেশ্যে দাড়ানো হয় তার উচিৎ নয় নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যদের তার

সামনে দাড়াতে আদেশ দেওয়া। [আল-আদাব]

আমাদের সময়কার সাধারন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রদের শিক্ষকের সম্মানে দাড়াতে বাধ্য করা হয়। এটা নিশ্চিত জেনে নিতে হবে যে, এধরণের বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা অবশ্যই সঠিক নয়। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের করনীয় কি হবে সে বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষের দিকে আলোচনার ইচ্ছা রাখি ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রকারে কোনো ব্যক্তির দূর থেকে আগমন উপলক্ষ্যে তাকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে বা তার আগমনে আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে উঠে যেয়ে তার সাথে মোলাকাত করা বৈধ হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য কারো আনন্দের সংবাদে তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তার দিকে উঠে যাওয়ার বিধানও একই। এসব বিষয়ে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ বর্ণিত আছে। বিধায় এ বিষয়টি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে কোনো দ্বিমত দেখা যায় না।

তৃতীয় প্রকারে কোনো উপলক্ষ বা বিশেষ ঘটনা ছাড়ায় কোনো একজন সম্মানিত ও মার্যাদাবান ব্যক্তিকে দেখা মাত্র তার সামনে দাড়িয়ে যাওয়া এবং এ বিষয়টিকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিনত করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোনোরুপ বাধ্য-বাধকতা ছাড়াই স্বেচ্ছায় অনেকে দাড়িয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তির সাথে মোসাফা বা আলিঙ্গন করার জন্য নয় বরং শুধু মাত্র দাড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। ইবনুল কায়্যূম বলেছেন, মূলত এই বিষয়টির বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত হয়েছে, উপরের দুটি বিষয়ে নয়।

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, কোনো উপলক্ষে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে যাওয়া বলতে বোঝায় তার সাথে মোলাকাত, মোসাফা, আলিঙ্গন করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে উঠে দাড়ানো। এক্ষেত্রে দাড়ানোর বিষয়টি উদ্দেশ্য নয় বরং দাড়িয়ে যা কিছু করা হবে সেটিই উদ্দেশ্যে। তাই দাড়ানো সম্পর্কে যেসব নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে সেগুলো এর সাথে সম্পর্কিত নয়। অপর দিকে একজন ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেখে নিজের স্থানে দাড়িয়ে যাওয়া এবং উক্ত ব্যক্তির সাথে মোসাফা, আলিঙ্গন বা অন্য কিছুই না করে আবার সেখানেই বসে পড়া বা উক্ত ব্যক্তি না বসা পর্যন্ত নিজ স্থানে দাড়িয়ে থাকার মাধ্যমে আসলে দাড়ানোটিই উদ্দেশ্য। এখানে কেবলমাত্র দাড়ানোর মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই প্রকৃতির দাড়ানো সম্পর্কেই বিভিন্ন হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। উম্মতের

ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ এটা পছন্দ করেন নি। তবে অপর একটি অংশ তা বৈধ বলেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের কিয়াম বৈধ হওয়া সম্পর্কে তারা দ্বিমত করেন নি।

ইমাম মালিক উপরোক্ত দুই প্রকার কিয়ামের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাকে এমন মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে তার স্বামীকে অত্যাধিক শ্রদ্ধা করে। ফলে স্বামী বাড়ি আসার সাথে সাথে উঠে গিয়ে তাকে সাদরে গ্রহণ করে, তার পোশাক খুলে দেয় আর সে না বসা পর্যন্ত বসে না। এর উত্তরে তিনি বলেন,

أما التلقي فلا بأس به وأما القيام حتى يجلس فلا فان هذا فعل الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز

উঠে গিয়ে স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই তবে সে না বসা পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকা সঠিক নয় যেহেতু এটা অহংকারীদের বৈশিষ্ট্য আর উমর ইবনে আব্দুল আজীজ এটা অপছন্দ করেছেন। [ফাতহুল বারী]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকেও এই উভয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে পার্থক্য করা বর্ণিত আছে। ইবনে মুফলিহ্ শায়েখ তাকীউদ্দিন থেকে বর্ণনা করেন,

وَأَمَّا أَحْمَدُ فَمَنَعَ مِنْهُ مُطْلَقًا لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ

ইমাম আহমাদ পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে দাড়াতে নিষেধ করেছেন।

এরপর তিনি বলেন,

وَمَا أَرَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إلَّا لِغَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ فَإِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْقَادِمَ مِنْ السَّفَرِ إذَا أَتَاهُ إخْوَانُهُ فَقَامَ إلَيْهِمْ وَعَانَقَهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ

ইমাম আহমদের উদ্দেশ্যে হলো, সফর থেকে যে ফিরে আসে তার ক্ষেত্রে ছাড়া যেহেতু এ বিষয়ে তার স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, যখন কেউ সফর থেকে ফিরে আসে এবং তাকে দেখার জন্য তার বন্ধু-বান্ধবরা আসে তখন সে যদি উঠে যায় এবং তাদের আলিঙ্গন করে তাতে কোনো সমস্যা নেই। [আল-আদাব]

অর্থাৎ ইমাম আহমদের মতে সাধারন কিয়াম পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না তবে সফর থেকে ফিরে আসা উপলক্ষে উঠে যেয়ে আলিঙ্গন করা যে কারো ব্যাপারে করা যেতে পারে। সুতরাং তিনিও উভয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

এই গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো তৃতীয় প্রকারের কিয়াম, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের কিয়াম নয়। যেহেতু প্রথম প্রকারের কিয়াম নিষিদ্ধ এবং দ্বিতীয় প্রকারের কিয়াম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আলেমরা কেবল তৃতীয় প্রকারের কিয়াম সম্পর্কে দ্বিমত করেছেন। তাদের কেউ এটাকে বৈধ বলেছেন আর অন্যরা অবৈধ বলেছেন। তারা নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। তবে অনেক সময় দেখা যায় কেউ কেউ এ বিষয়ে এমন হাদীস উপস্থাপণ করেন যা আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের কিয়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট। এখানে আমাদের করনীয় হলো, উভয়পক্ষের যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের মধ্যে কোনটি কিয়ামের তৃতীয় প্রকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার মধ্যে কোনটি প্রানিধানযোগ্য সেটি নির্ধারন করা। আর আল্লাহই তাওফিক দাতা।

কিয়ামের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানার পর আমরা এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে উল্লেখিত দলিল-প্রমাণগুলোর উপর সুবিস্তারে আলোচনা করবো।

** কারো সম্মানে দাড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসমূহ।*

১. আবু উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ একবার একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। আমরা তার উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন, অনারব (কাফির-মুশরিকরা) যেভাবে একে অপরকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাড়ায় তোমরা সেভাবে দাড়াবে না।

[আবু দাউদ]

ইমাম নাব্বী তার পুস্তিকাতে এই হাদীসটি উল্লেখের পর আবু বকর ইবনে আসিম এবং আবু মুসা আল-ইসপাহানী নামক দুজন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেন তারা বলেছেন,

إنه حديث ضعيف لا يصح الإحتجاج به

এই হাদীসটি দূর্বল এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এটা বর্ণনা করার পর ইমাম নাব্বী নিজে বলেন,

وينضم إلي جهالة رواته إضطرابه وأحدهما يقتضي ضعفه فكيف إجتماعهما!

একদিকে যেমন, এই হাদীসটির বর্ণনাকারীরা অপরিচিত অপরদিকে এর মতনে বৈপরিত্ব (ইদতিরাব) রয়েছে। এই দুটির যে কোনো একটি দোষ থাকলেই একটি হাদীস দূর্বল বলে গণ্য হয় আর এই হাদীসটির মধ্যে তো দুটিই রয়েছে তাহলে কেমন হবে!

ইবনে হাযার আসক্বালানী ইমাম তাবারী থেকে উল্লেখ করেন তিনি এই হাদীস সম্পর্কে বলেন,

حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف

এই হাদীসটি দূর্বল, এর মতনে বৈপরীত্ব রয়েছে এবং এর সনদে এমন বর্ণনাকারী রয়েছে যার পরিচয় জানা যায় না। [ফাতহুল বারী]

শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন। তিনি বলেন,

ضعيف لكن النهي عن فعل فارس في مسلم

এই হাদীসটি দূর্বল তবে পারস্যের লোকদের অনুসরণ করতে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস সহীহ্ মুসলিমেও বর্ণিত আছে। [দয়িফু আবি দাউদ: হা:নং- ১১২০]

শায়েখ আলবানী মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটি হলো,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ، وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»

জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ একবার অসুস্থ হয়ে গেলে আমরা তার পিছনে (দাড়িয়ে) সলাত আদায় করছিলাম কিন্তু তিনি (অসুস্থতার কারণে) বসে সলাত আদায় করছিলেন। আবু বকর ﵁ মানুষকে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর তাকবীর শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন আমরা দাড়িয়ে সলাত আদায় করছি। তিনি হাতের ইশারায় আমাদের বসতে বললেন, ফলে আমরা বসে গেলাম। তিনি সলাত শেষ করে আমাদের বললেন, তোমরা তো প্রায় রোম-

পারস্যের লোকদের মতো কাজ করছিলে, তারা তাদের রাজা-বাদশাদের সামনে দাড়িয়ে থাকে অথচ তাদের রাজা-বাদশারা বসে থাকে। তোমরা এমন করো না। তোমাদের ইমাম যেভাবে সলাত আদায় করে সেভাবে সলাত আদায় করো। যদি তারা দাড়িয়ে সলাত আদায় করে তবে তোমরাও দাড়িয়ে সলাত আদায় করো। আর যদি তারা বসে সলাত আদায় করে তবে তোমরাও বসে সলাত আদায় করো।

[সহীহ্ মুসলিম]

এই হাদীসে উল্লেখিত "ইমাম বসে সলাত আদায় করলে সকলে বসে সলাত আদায় করবে" এই বিধান বেশিরভাগ আলেমের মতে রহিত হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে বসে সলাত আদায় করেছিলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম তার পিছনে দাড়িয়ে সলাত আদায় করেছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে পূর্বের বিধান রহিত হয়ে গেছে বা পূর্বের ঘটনার অন্য কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। যাই হোক, এটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, উপরোক্ত হাদীসের ঐ অংশটি যেখানে বলা হয়েছে, "তোমরা তো প্রায় রোম-পারস্যের লোকদের মতো কাজ করছিলে। তাদের রাজা-বাদশারা বসে থাকে আর তারা তাদের সম্মানে দাড়িয়ে থাকে।" এই হাদীসে কেউ বসে থাকবে এবং তার সম্মানে অন্যরা দাড়িয়ে থাকবে এটা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود

তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে কারণ তারা তাদের রাজা-বাদশারা বসে থাকা অবস্থায় তাদের সম্মানে দাড়িয়ে থাকতো। [তিবরানী]

হাইছামী বলেন, (وفيه الحسن بن قتيبة وهو متروك) "এই হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) হাসান ইবনে কুতাইবা অগ্রহণযোগ্য" [মাজমায়ে যাওয়ায়েদ]

এই হাদীসটি সনদের দিক হতে অগ্রহণযোগ্য হলেও এর বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিমের হাদীসের সাথে সমার্থবোধক হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এখানে কেবল কেউ বসে থাকলে তার সম্মানে অন্যদের দাড়িয়ে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার সম্মানে দাড়ানো যাবে কিনা সে বিষয়ে এই হাদীসে কিছুই বলা হয় নি।

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বসে থাকা ব্যক্তির সম্মানে দাড়িয়ে থাকা অহংকারী

রাজা-বাদশাদের অভ্যাস হওয়ার কারণে এবং এ বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হওয়ার কারণে ওলামায়ে কিরাম এটা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করেন নি। যেমনটি আমরা উপরে কিয়ামের প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনাতে স্পষ্ট করেছি। আলেমরা দ্বিমত করেছেন বিশেষ উপলক্ষ ছাড়াই সাধারনভাবে কোনো ব্যক্তিকে দেখা মাত্র তিনি দাড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই অন্যরা দাড়িয়ে যাওয়া বৈধ কিনা সে প্রসঙ্গে। এই হাদীসটিকে সে বিষয়ে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

মোট কথা আবু দাউদে বর্ণিত হাদীসটি দূর্বল হওয়ার কারণে এবং সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি ভিন্ন প্রসঙ্গে হওয়ার কারণে আমরা যে ধরণের কিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করছি সে বিষয়ে এগুলো উত্থাপন করা যায় না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

২. ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, মুয়াবিয়া ﵁ আগমন করলে, তাকে দেখে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর এবং ইবনে সাফওয়ান দাড়িয়ে যান। এটা দেখে মুয়াবিয়া ﵁ তাদের বলেন, তোমরা বসে পড় কেননা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে পছন্দ করে তার সামনে মানুষ দাড়িয়ে থাকুক তার স্থান জাহান্নামে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, (هذا حديث حسن) "এই হাদিসটি হাসান"।

আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে,

وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ

মুয়াবিয়া ﵁ কে দেখে ইবনে আমির দাড়িয়ে যান আর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর বসে থাকেন। তখন মুয়াবিয়া ﵁ ইবনে আমিরকে বলেন, বসো। এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অর্থাৎ মুয়াবিয়া ﵁ যে বসেছিল তাকে সমর্থন করেন এবং যে দাড়িয়েছিল তাকে নিষেধ করেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী এই দুটি বর্ণনার মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ﵁ এর বসে থাকার বর্ণনাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد وقد اتفقوا على أن بن الزبير لم يقم

বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী যাদের মধ্যে শো'বার মতো ব্যক্তি রয়েছেন তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর দাড়ান নি। এ বিষয়ে তাদের মতই অধিক প্রানিধানযোগ্য।

যাই হোক, এখানে মুল বিষয় হলো, যে ব্যক্তি নিজের সামনে অন্যরা দাড়িয়ে থাকুক তা পছন্দ করে তাদের তিরষ্কার করে মুয়াবিয়া ﵁ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। ইমাম নাব্বী নিজেও এ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করেছেন। যারা হাদীসটির মধ্যে বৈপরিত্ব (ইদতিরা) আছে বলে দাবী করেছেন তিনি তাদের বক্তব্য অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি এ হাদীসটি কিয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করা যথার্থ মনে করেন নি।

তিনি বলেন,

فقد أولع أكثر الناس بالإحتجاج به والجواب عنه من أوجه الأصح والأولي والأحسن بل الذي لا حاجة الي ما سواه انه ليس فيه دلالة وذالك أن معناه الصريح الظاهر منه الزجر الأكيد والوعيد الشديد للانسان ان يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه وهو أنه لا يحل للآتي أن يحب قيام الناس له

যদিও বেশিরভাগ মানুষ (কারো সম্মানে দাড়ানো নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে) এই হাদীসটি অধিক পরিমানে ব্যবহার করে থাকে কিন্তু কয়েকটি দৃষ্টিকোন থেকে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যে উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সঠিক ও সুন্দর এবং যেটি ছাড়া আর কোনো উত্তরের প্রয়োজন নেই তা হলো, এই হাদীসটিতে এ বিষয়ে (কিয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে) কোনো দলিল নেই। বরং এই হাদীসটির স্পষ্ট অর্থ হলো, যারা (অহংকার ও গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে) অন্য মানুষ তার সামনে দাড়িয়ে থাকুক এটা পছন্দ করে তাদের কঠোরভাবে তিরষ্কার করা এবং তাদের ব্যাপারে ভয়াবহ শাস্তির কথা বর্ণনা করা। এখানে যে দাড়ায় তার কাজ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কিছু বর্ণনা করা হয় নি। কোনো ব্যক্তি অন্যরা তার সামনে দাড়িয়ে থাকুক এটা পছন্দ করলে তা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই।

অর্থাৎ ইমাম নাব্বী এই হাদীসটিকে গর্ব-অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে কিয়াম করার পর্যায়ে গণ্য করেছেন এবং এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই এটাও বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি বেশ কিছু ওলামায়ে কিরাম হতে এই হাদীস সম্পর্কে এ ধরণের মন্ত

ব্য উল্লেখ করেছেন।

তিনি ইমাম খাত্তাবী ও ইমাম বাগাবী থেকে বর্ণনা করেন তারা এই হাদীস প্রসঙ্গে বলেন,

هذا فيمن يأمرهم بذلك ويلزمهم اياه علي طريق النخوة والكبر

এটা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে অহংকার ও গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে মানুষকে তার সামনে দাড়াতে বাধ্য করে।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, আবু মুসা এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

معني الحديث أن يقوم الرجال علي رأسه كما يقام بين يدي الملوك

এই হাদীসের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি বসে আছে তার সম্মানে অন্যরা দাড়িয়ে থাকা রাজা-বাদশাদের ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়।

এরপর তিনি (ইমাম নাব্বী) বলেন,

فهؤلاء سادات أعصارهم وقد تعاضدت أقوالهم في تفسير هذا الحديث بما ذكرت

এরাই হলেন, তাদের যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম তারা সকলেই এই হাদীসের ব্যাখ্যায় তাই বলেছেন যা আমি বলেছি।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, এখানে যে ব্যক্তি নিজের সামনে অন্যরা দাড়াক এটা পছন্দ করে তার সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে। যার অন্তরে এই কামনা জাগ্রত হয় তার সামনে কেউ উঠে দাড়াক বা না দাড়াক সে এই হাদীসের আলোকে তিরষ্কারে যোগ্য। অপর দিকে যার অন্তরে অহংকার ও গর্ব জাগ্রত হয় না সে এই হাদীসের আলোকে তিরষ্কারের যোগ্য নয় যদিও তার সামনে কেউ দাড়ায়।

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে ইবনুল হাজ এবং ইবনুল কায়ূম থেকে বর্ণনা করেন, তারা ইমাম নাব্বীর এই ব্যাখ্যার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তারা বলেছেন, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী তথা মুয়াবিয়া ﵁ এই হাদীসটি থেকে কারো জন্য দাড়ানো নিষেধ করাই বুঝেছেন তাই তিনি যে দাড়ায় নি তাকে সমর্থন করে এবং যে দাড়িয়েছে তাকে নিষেধ করে এই হাদীস শুনিয়ে দিয়েছেন।

অর্থাৎ যেহেতু বর্ণনাকারী সাহাবী এই হাদীসটি থেকে কারো সামনে দাড়ানো নিষিদ্ধ এটা প্রমাণ করেছেন অতএব এই হাদীসটি কারো সামনে দাড়ানো নিষিদ্ধ এ বিষয়ে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ বিষয়ে ইমাম নাব্বীর কথায় সঠিক যে, হাদীসটিতে যে দাড়ায় তার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি বরং যে ব্যক্তি অন্যরা তার সামনে দাড়াক এটা কামনা করে তার সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে। মুয়াবিয়া ﵁ তার সামনে যে দাড়িয়েছিল তাকে নিষেধ করেছেন এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি তার নিজের অন্তরের মধ্যে কোনো গর্ব বা অহংকার জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। অতএব, হাদীসটি যার অন্তরে অহংকার বা গর্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই তার সামনে দাড়ানো নিষিদ্ধ বা অবৈধ প্রমাণ করে না। তবে এই হাদীস কমপক্ষে এতটুকু প্রমাণ করে যে, কারো সামনে দাড়ানোর মাধ্যমে যার উদ্দেশ্যে দাড়ানো হচ্ছে তার অন্তরে অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টি নিষিদ্ধ বা অপছন্দীয় হবে। আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ কারো উদ্দেশ্যে দাড়ানোর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বলেন,

الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة

প্রথম প্রকারটি হলো নিষিদ্ধ আর তা হলো, যে ব্যক্তি অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করতে চায় তার উদ্দেশ্যে দাড়ানো। দ্বিতীয় প্রকারটি হলো, মাকরুহ্ আর তা হলো, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাড়ানো হচ্ছে সে হয়তো অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করে না কিন্তু তার সামনে দাড়ানোর কারণে তার অন্তরে অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হতে পারে যেহেতু এ বিষয়টির সাথে অহংকারীদের মিল রয়েছে। [ফাতহুল বারী]

অতএব, মুয়াবিয়া ﵁ এর হাদীসটি কমপক্ষে কারো সামনে দাড়ানো মাকরুহ্ প্রমাণ করে যতক্ষণ না কারো ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এধরণের নিশ্চয়তা খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া সম্ভব। যদি মুয়াবিয়া ﵁ এর মত সাহাবী তার সামনে কেউ দাড়ালে তার অন্তরে অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা করে থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কি হতে পারে! এই যুক্তিতে উপরোক্ত হাদীসটি বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সাধারনভাবে কারো সম্মানে তার সামনে দাড়ানো মাকরুহ্ প্রমাণিত হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম নাব্বী কারো সামনে দাড়ানো যে, উক্ত ব্যক্তির মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করে এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

فإن قال من لا تحقيق عنده إن قيام القائم سبب لوقوع هذا في المنهي عنه قلنا هذا سؤال فاسد لا يستحق سائله جوابا فإن تبرع عليه قيل ما قدمناه إن الوقوع في المهي عنه يتعلق بالمحبة فحسب

গভীর দুরদৃষ্টির অধিকারী নয় এমন কেউ যদি বলে, কারো সামনে দাড়ানো হলে, এটা ঐ ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। (তার মধ্যে গর্ব অহংকার সৃষ্টি হতে পারে) তবে আমি বলবো, এই প্রশ্নটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রশ্ন যে করে সে উত্তরের যোগ্যই নয় তবু যদি উত্তর দিতেই হয় তবে বলবো, আমার সামনে কেউ দাড়াক এতটুকু কামনা করাই তো নিষিদ্ধ (কেউ দাড়াক আর না দাড়াক)।

এ কথার মাধ্যমে ইমাম নাব্বীর উদ্দেশ্য হলো যদি কারো অন্তরে এমন ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে, আমার সামনে অন্যরা দাড়াক তবে এতেই তো সে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তার সামনে কেউ দাড়ালো কি দাড়ালো না এর সাথে এটার কি সম্পর্ক!

আমি জানি না এই মহান ইমাম এ বিষয়ে কেন এমন কঠোর মন্তব্য করেছেন। যেহেতু উক্ত ব্যক্তির অন্তরে এধরনের ইচ্ছা জাগ্রত করা এবং গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করার পিছনে তার সামনে যারা দাড়ায় তাদের স্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারো সামনে অন্য কেউ দাড়ালে তার অন্তরে গর্ব অহংকার সৃষ্টি হওয়া বা অন্য কেউ আমার সামনে দাড়াক এই কামনা সৃষ্টি হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একারণে ইবনে হাযার আসক্বালানী ইমাম নাব্বীর এই কথাটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, (ولا يخفي ما فيه) "ইমাম নাব্বীর এই কথা যে যথার্থ নয় তা স্পষ্ট"। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারি। একজন নেককার আলেম বা শাসক হয়তো অন্তরে কখনও কল্পনাও করেন না যে, আমার সামনে কেউ দাড়াক বা আমার সামনে দাড়ানো উচিৎ। কিন্তু যদি দু একজন ব্যক্তি তার সামনে দাড়াতে শুরু করে আর কিছু লোক বসে থাকে তখন তার অন্তরে এমন ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, যদি এরাও আমার সম্মানে দাড়াতো! বা তিনি এমন মনে করতে পারেন যে, আসলেই আমি সম্মানিত তাই আমার সামনে দাড়ানো উচিৎ। একইভাবে যদি তিনি অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মানে কাউকে দাড়াতে দেখেন তখন তার অন্তরে এই ইচ্ছা সৃষ্টি হতে পারে যে, যদি আমার উদ্দেশ্যেও কেউ দাড়াতো! বা আমিও তো অমুক ব্যক্তির সমপর্যায়ের লোক অতএব আমার সম্মানেও মানুষের দাড়ানো উচিৎ। যদি আদৌ কেউ কারো উদ্দেশ্যে না দাড়াতো তবে হয়তো এই ব্যক্তির অন্তরে এমন কামনা-বাসনা সৃষ্টি হতো না। যেহেতু যা পাওয়া যায় না বা যা ঘটে না বুদ্ধিমান লোক সাধারনত সেটার আশা-আকাঙ্খা করে না।

কারো সামনে দাড়ানোর ফলে যে তার অন্তরের মধ্যে এধরণের কামনা-বাসনা বা গর্ব অহংকার সৃষ্টি হতে পারে এ বিষয়টি একটি স্বাভাবিক বিষয়। এটা প্রমাণ করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এই ধরণের আশঙ্কা সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে কিয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুয়াবিয়া ﵁ এর হাদীসটি প্রযোজ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই।

৩. আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। এ সত্ত্বেও তারা তাকে দেখে দাড়াতেন না। কারণ, তারা জানতেন যে, তিনি এটা অপছন্দ করেন। [তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম নাব্বীও এই হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলেন নি যাতে প্রমাণিত হয় তিনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ মনে করেছেন। এই হাদীসটি কারো সম্মানে দাড়ানো নিষিদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট দলিল। ইমাম নাব্বী নিজেও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

وحديث أنس أقرب ما يحتج به للنهي

দাড়ানো নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে যেসব হাদীস পেশ করা হয় তার মধ্যে আনাস ﵁ বর্ণিত হাদীসটি অধিক গুরুত্ববহ।

এর পর তিনি এই হাদীসটির দুটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

তার উল্লেখিত প্রথম ব্যাখ্যাটি হলো,

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এমন আশঙ্কা করেছেন যে, তার ব্যাপারে তার যুগে বা পরবর্তীতে মানুষ বাড়াবাড়ি করতে পারে। একারণে তিনি তার নিজের ব্যাপারে দাড়াতে নিষেধ করেছেন যেমন অন্য হাদীসে এসেছে, (لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي ابن مريم) "তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেভাবে মারইয়াম তনয় ঈসা কে নিয়ে খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছে"। একারণে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তার উদ্দেশ্যে দাড়ানো অপছন্দ করেছেন কিন্তু তার সামনে একজন সাহাবা অন্য আরেকজন সাহাবার উদ্দেশ্যে দাড়াতে তিনি নিশেধ করেন নি বরং নিজেই এটা করেছেন অন্যকে করার নির্দেশ

দিয়েছেন এবং তার সামনে অন্যরা করলে তার সম্মতি দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম নাব্বীর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো,

রাসুলূল্লাহ্ ﷺ এর সাথে তার সাহাবায়ে কিরামের পরিপূর্ণ মোহাব্বত, আন্তরিকতা ও ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। তার সম্মানে কিয়াম করার মাধ্যমে অতিরিক্ত ভালবাসা প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যদি ধরে নেওয়া হয় কোনো একজন ব্যক্তির সাথে আরেকজনের এমন সম্পর্ক রয়েছে তবে সেক্ষেত্রে কিয়ামের প্রয়োজনীতা নেই।

ইমাম নাব্বীর এ দুটি ব্যাখ্যার উপর ইবনুল হাজ আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, ইমাম নাব্বীর প্রথম ব্যাখ্যাটি তথা রাসুলূল্লাহ্ ﷺ এর ব্যাপারে মানুষ বাড়াবাড়ি করবে এই আশঙ্কায় দাড়াতে নিষেধ করার ব্যাপারটি কেবল তখন সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া যায় যখন প্রমাণিত হবে সে যুগে কেউ কারো উদ্দেশ্যে দাড়ানোর প্রচলন ছিল না। অর্থাৎ দাড়ানোর ব্যাপারটি কোনো সাধারন ব্যাপার ছিল না বরং এমনই অসাধারন ব্যাপার ছিল যার ফলে সেটা কারো উদ্দেশ্যে করা হলে তা বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হতো। অথচ ইমাম নাব্বী নিজেই বলেছেন সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের উদ্দেশ্যে দাড়াতেন এবং সেটার মাধ্যমেই তিনি দাড়ানোর ব্যাপারটি বৈধ হওয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্ন হলো, যে বিষয়টি সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের উদ্দেশ্যে করতেন সেটি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্যে করা হলে, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি হিসেবে কিভাবে গণ্য হতে পারে!

এরপর তিনি বলেন,

فالظاهر أن قيامهم لغيره انما كان لضرورة قدوم أو تهنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على صورة محل النزاع وأن كراهته لذلك انما هي في صورة محل النزاع

এটা স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কিরাম যে অর্থে একে অপরের উদ্দেশ্যে দাড়াতেন সেটা ছিল ভিন্ন প্রসঙ্গে যেটা মতপার্কের বিষয় নয় যেমন, কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে বা কারো বিশেষ কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটলে অভিনন্দন জানানোর জন্য উঠে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করা। আর সাহাবায়ে কিরাম যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্যেও উঠে দাড়াতেন না কারণ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এটা অপছন্দ করতেন এটা ঐ প্রকার দাড়ানো প্রসঙ্গে যে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। (অর্থাৎ উপরোক্ত কোনো উপলক্ষ ছাড়াই কাউকে দেখা মাত্র উঠে দাড়ানো)। [ফাতহুল বারী]

এরপর ইমাম নাব্বীর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি তথা "রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের অত্যাধিক ভালবাসা ও আন্তরিকতা ছিল বিধায় তার উদ্দেশ্যে দাড়ানোর

মাধ্যমে অতিরিক্ত সৌহার্দ প্রদর্শের প্রয়োজন ছিল না'' এর উত্তরে ইবনে হাজ্জ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো, যদি ইমাম নাব্বী বলতেন, ঐ সকল সাহাবায়ে কিরাম (যারা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্মানে দাড়ান নি) হয়তো নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সুবিস্তারে অবহিত হতে পারেন নি তাই তারা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে দাড়ান নি। তবে হয়তো ব্যাখ্যাটি কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্য হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে যার যত বেশি আন্তরিকতা ও সম্পর্ক সেই ব্যক্তিই তার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অধিক অবগত। যদি কারো সম্মানে কেউ দাড়ায় তবে যে ব্যক্তি যাকে অধিক ভালবাসে ও অধিক পরিমান শ্রদ্ধা করে সেই তার সম্মানে দাড়াবে এটিই স্বাভাবিক। সুতরাং একথা বলা কিভাবে যৌক্তিক হতে পারে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্মান সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন এবং তারাই রাসুলূল্লাহ্ ﷺ কে অধিক ভালবাসতেন একারণে তারা তার উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন নি! এর অর্থ কি এই যে, যাকে বেশি সম্মান করা হয় তাকে পরিত্যাগ করে যাকে কম সম্মান করা হয় তার উদ্দেশ্যে দাড়াতে হবে?

চিন্তা করলে দেখা যাবে ইবনুল হাজ ইমাম নাব্বীর ব্যাখ্যার উপর যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা যথার্থ এবং যৌক্তিক। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্যে কিয়াম করা যদি বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন বলে গণ্য হয় তবে তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ কম মর্যাদার একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিয়াম করা কি বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন হিসেবে গণ্য হবে না! অতএব যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অতিরঞ্জন মনে করে তার উদ্দেশ্যে কিয়াম করতে নিষেধ করেছেন তবে তিনি ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কিয়াম করা আরো বেশি নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে এটিই স্বাভাবিক যুক্তি। একইভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে অধিক শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন এ সত্ত্বেও তারা তার উদ্দেশ্যে কিয়াম করেন নি এটা এমন প্রমাণ করে না যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা কম মর্যাদার কারো উদ্দেশ্যে কিয়াম করা বৈধ। এর মাধ্যমে বরং এমনটাই প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্যে যখন কিয়াম করা বৈধ হয় নি তখন অন্য কারো জন্যে সেটা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্যেও এটাই প্রমাণিত হয় যেহেতু সেখানে বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে সর্বাধিক বেশি ভালবাসতেন তবু তারা তার উদ্দেশ্যে কিয়াম করতেন না কারণ তারা জানতেন যে, এটা তিনি অপছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কিয়াম করা অপছন্দ করতেন এই হাদীসে তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া পরবর্তীতে আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তার কন্যা ফাতেমা ﵂ এর বাড়িতে বেড়াতে গেলে ফাতেমা ﵂ নিজেই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর

দিকে উঠে আসতেন এবং তাকে সাদরে গ্রহণ করতেন। [তিরমিযী, আবু দাউদ]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম নাব্বী নিজেও হাদীসটিকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এই হাদীসটি ইমাম নাব্বীর উপস্থাপিত দুটি ব্যাখ্যাকেই ভুল প্রমাণ করে। যেহেতু এখানে দেখা যায় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্যেও দাড়ানো হয়েছে কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করেন নি। এর স্পষ্ট অর্থ তিনি দাড়ানোর বিষয়টিকে অতিরঞ্জন মনে করেন নি। একইভাবে, গভীর সম্পর্ক ও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা থাকলে দাড়ানোর প্রয়োজন থাকে না এই হাদীসে সেটিও ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ফাতেমা ؓ এর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার কোনো কমতি ছিল এমন বলা যায় না তবু তিনি তার জন্য দাড়িয়েছেন। এই হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে আনাস ؓ এর হাদীসে যে ধরণের দাড়ানো রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করতেন বলা হয়েছে আয়েশা ؓ এর হাদীসে ফাতেমা ؓ এর দাড়ানো টি সেই পর্যায়ের নয়। এই দুই প্রকার দাড়ানোর মধ্যে পার্থক্য আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এই হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম নাব্বী যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন সেটা আসলে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইবনুল হাজ নিজেই তার পক্ষে ওযোর পেশ করে বলেন,

وَالْإِنْسَانُ لَا يَخْلُو مِنْ الْغَفْلَةِ فَوَقَعَ مَا وَقَعَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمُخَالَفَةُ لِلسُّنَّةِ فَبَعِيدَةٌ عَنْ مَنْصِبِ الْعُلَمَاءِ فَكَيْفَ بِالْأَخْيَارِ مِنْهُمْ ، وَقَدْ وَرَدَ مَنْ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ فَكَذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ بِسَبِيلِهِ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَاللَّهُ يَعْفُو عَنْ الْجَمِيعِ ، إذْ لَوْلَا الْعَفْوُ مَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ النَّجَاةَ مِنْ النَّارِ

মানুষ ভুল ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। একারণে তিনিও এ বিষয়ে কিছু ভুলের শিকার হয়েছেন। এমন হওয়া কখনও সম্ভব নয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। এটা তো সাধারণ কোনো আলেমের পক্ষেই সম্ভব নয় তবে তার মতো যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমের ব্যাপারে কিভাবে বলা যেতে পারে! হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করে সঠিক রায় দিতে সক্ষম হয় তার দুটি সওয়াব আর ভুল করলে তার একটি সওয়াব। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি এ প্রসঙ্গেও তিনি (কমপক্ষে) একটি সওয়াব পাবেন আর আল্লাহ্ সকলকে ক্ষমা করবেন। যদি আল্লাহ ক্ষমা না করতেন তবে কেউই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতো না। [আল-মাদখাল]

অতএব, কোনো একজন আলেম কোনো বিষয়ে ভুল করলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ম্লাণ হয়ে যায় না। একইভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ও সূউচ্চ মর্যাদার কেউ কোনো বিষয়ে ভুল করলে তার সেই ভুল গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না।

ইমাম নাব্বীর উপরোক্ত যুক্তিগুলোর বাইরে কেউ কেউ এই হাদীসের ব্যাপারে এমন যুক্তিও উত্থাপন করে থাকেন যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে তার সামনে দাড়াতে নিষেধ করেছেন। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে, একজন সাহাবী রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললেন, (أنت سيدنا) "আপনি আমাদের সায়্যেদ (কর্তা)" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, (السيد الله) "সায়্যেদ তো হলেন আল্লাহ্"। [আবু দাউদ] অথচ অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই বলেছেন, (أنا سيد ولد آدم) "আমি সকল আদম সন্তানের সায়্যেদ" [মুসলিম] এটা প্রমাণ করে যে, আবু দাউদ শরীফের হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে সায়্যেদ বলা হলে তিনি তা অপছন্দ করে বললেন, "সায়্যেদ হচ্ছেন আল্লাহ্" এটা বিনয় প্রকাশের জন্য বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে সায়্যেদ বলা নিষেধ এই অর্থে নয়। আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসুলূল্লাহ্ ﷺ বলেন, (لا تخيروني علي موسي) "তোমরা আমাকে মুসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলো না" [মুসলিম] এই হাদীসটিতেও বিনয় প্রকাশ করা হয়েছে যেহেতু মুসলিম শরীফের উপরোক্ত বর্ণনা -যেখানে বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সমস্ত মানুষের সায়্যেদ বা নেতা- প্রমাণ করে যে, তিনি মুসা ﷺ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। একইভাবে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ হয়তো বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে তার সামনে কেউ দাড়াক এটা অপছন্দ করতেন এটা নিষেধ এমন বোঝানোর জন্য নয়।

এ সংশয়টির উত্তর হলো,

প্রথমত: রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কোনো বিষয় পছন্দ বা অপছন্দ করলে তিনি বিনয় প্রকাশের জন্য করছেন নাকি প্রকৃত অর্থেই বিধান বর্ণনা করার জন্য সেটা করছেন তা জানার মাধ্যম হলো, উক্ত বিধানটি সম্পর্কে সাহাবয়ে কিরামের বুঝ। যদি দেখা যায় সাহাবায়ে কিরাম উক্ত বিষয়টিকে বিনয় প্রকাশ হিসেবে মনে করছেন তবে আমরাও তাই মনে করবো আর যদি দেখা যায় তারা বিষয়টিকে প্রকৃত অর্থেই নিষেধাজ্ঞা হিসেবে গণ্য করছেন তবে আমাদেরও তাই করতে হবে। এ মুলনীতি অনুসারে বিশ্লেষণ করলে আনাস ﷺ বর্ণিত হাদীসে রাসুলূল্লাহ্ ﷺ তার উদ্দেশ্যে কেউ দাড়াক এটা অপছন্দ করতেন এটা যে তিনি বিনয় অর্থে করতেন না বরং প্রকৃত পক্ষেই

কিয়াম করাকে অপছন্দ করতেন সাহাবায়ে কিরাম এটা উপলব্ধী করেছিলেন বিধায় তারা কেউ তার সামনে দাড়াতেন না। যদি তারা এর মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ বুঝতেন তবে এভাবে একমত হয়ে এটা পরিত্যাগ করতেন না। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশনার যে অর্থ সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন এখন তার বিপরীত কিছুর দাবী করা সঙ্গত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: হাদীসে বর্ণিত কোনো একটি বিধান "বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে" একথা কেবল তখন বলা যায় যখন তার বিপরীতে কোনো হাদীস বর্ণিত থাকে। উপরোক্ত উদাহরণসমূহতেও আমরা লক্ষ্য করেছি "আল্লাহই সায়্যেদ" এই হাদীসটিকে বিনয় প্রকাশ অর্থে ধরা হয়েছে কারণ এর বিপরীতে "আমি সমস্ত আদম সন্তানের সায়্যেদ" এই বর্ণনাটি বিদ্যমান আছে। একইভাবে "আমাকে মুসার চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ বলো না" এই হাদীসটিকেও বিনয় প্রকাশ হিসেবে ধরা হয়েছে কারণ এর বিপরীতে "আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান" এই বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে রাসুলূল্লাহ্ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। এধরণের বিপরীত দলিল ছাড়া কোনো একটি বিধানকে "বিনয় প্রকাশ" হিসেবে ধরে নেওয়া কখনও সঙ্গত হতে পারে না।

মোট কথা ইচ্ছামত যে কোনো বিধানকে "বিনয় প্রকাশ" হিসেবে গণ্য করার অধিকার কারো নেই। যতক্ষণ না ভিন্ন কোনো দলিল বা সাহাবায়ে কিরামের মতামতের আলোকে বিষয়টি প্রমানিত হয়।

আনাস ﵁ বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পক্ষ থেকে অপছন্দের কারণে সাহাবায়ে কিয়াম তার সামনে কিয়াম না করা সম্পর্কে কথা হলো এক দিকে যেমন সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ হাদীসের ব্যাপারে বিপরীত কোনো আমল সহীহ্ভাবে বর্ণিত নেই। অপর দিকে এই হাদীসে যে ধরণের কিয়ামকে অপছন্দ করা হয়েছে সে ধরণের কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট ও সহীহ্ কোনো বর্ণনা নেই। এর বিপরীতে যেসব হাদীস বর্ণনা করা হয় তার বেশিরভাগই সফর থেকে আগমণ করা, আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, কারো আনন্দের সময় অভিনন্দন জানানো ইত্যাদি উপলক্ষে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে যাওয়া সম্পর্কে। আমরা পূর্বেই বলেছি এই প্রকারের কিয়াম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত নেই। আনাস ﵁ এর হাদীসে এই প্রকারের কিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। বরং যিনি নিজ এলাকাতে হাজির রয়েছেন এবং নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট মজলিসে দারস দিচ্ছেন কোনো উপলক্ষ ছাড়াই তাকে দেখা মাত্র দাড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়েছে। উক্ত হাদীসে এই বিষয়টিকেই রাসুলূল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রকারের কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে স্পষ্ট কোনো সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে উত্থাপিত হাদীসসমূহের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এটা লক্ষ্য করবো। অতএব, আনাস ﵁ এর হাদীসটিকে বিনয় প্রকাশ হিসেবে গণ্য করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে, মুয়াবিয়া ﵁ বর্ণিত হাদীসটি যার ব্যাপারে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা হয় তার উদ্দেশ্যে কিয়াম করা নিষিদ্ধ প্রমাণ করে আর আনাস ﵁ বর্ণিত শেষোক্ত হাদীসটি যার মধ্যে গর্ব অহংকার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই তার উদ্দেশ্যে কিয়াম করাও উচিৎ নয় এমন প্রমাণ করে। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ব্যাপারে এমন ধারণা করা সম্ভব নয় যে তার মধ্যে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি তার সামনে কেউ দাড়াক এটা অপছন্দ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যার মধ্যে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই তার সামনেও দাড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। তবে এটা হারাম না কি মাকরুহ্ সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। তার পূর্বে কারো সম্মানে দাড়ানো বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে যেসব হাদীস উপস্থাপন করা হয় সেগুলো উল্লেখ করবো।

** কারো সম্মানে দাড়ানো বৈধ হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ।*

উপরে আমরা কিয়ামকে কয়েকভাগে ভাগ করেছি। সেখানে আমরা বলেছি, সফর থেকে আগমন করা বা অন্য কোনো সুসংবাদ উপলক্ষে দাড়িয়ে কাউকে অভিনন্দন জানানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যারা দাড়ানো বৈধ হওয়ার পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেন তারা বেশিরভাগই এই পর্যায়ের হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। অথচ এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা নয় বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ ছাড়াই কেবল মাত্র কারো সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাড়ানো বৈধ কিনা সেটিই আলোচ্য বিষয়। অতএব, এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করাই সুবিবেচনা হিসেবে গণ্য হবে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে দাড়ানো সম্পর্কিত হাদীসগুলো প্রথমে উল্লেখ করবো। তার পর এই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হাদীসগুলো সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১. কা'ব ইবনে মালিক এবং অন্য তিন জন সাহাবীর তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না

করার কারণে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান এবং পরবর্তীতে তাদের তাওবা কবুল হওয়া সম্পর্কিত লম্বা হাদীসটিতে এসেছে, যখন তাদের তিন জনের তাওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করা হয় তখনই কা'ব ﷺ মসজিদে চলে আসেন। মসজিদে আসার পর তালহা ﷺ উঠে দাড়িয়ে তার নিকট যান এবং তার সাথে মোসাফা করেন। এভাবে তিনি এই মহা-সুসংবাদ উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন জানান। কা'ব ইবনে মালিক ﷺ এ সম্পর্কে বলেন,

فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ

তখন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ উঠে দাড়িয়ে দৌড়িয়ে আমার নিকট আসলো এবং আমাকে স্বাগত জানালো আল্লাহর কসম মুহাজিরদের মধ্যে সে ছাড়া অন্য কেউ উঠে আসে নি। আমি তালহার এই ব্যাবহার কখনও ভুলবো না। [বুখারী ও মুসলিম]

উপরের বিশ্লেষণের আলোকে এটা স্পষ্ট যে, কা'ব ﷺ এর এই হাদীসটি সাধারনভাবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাড়ানো নয় বরং এটা আনন্দের মুহুর্তে অভিনন্দন জানানোর জন্য দাড়ানো হিসেবে গণ্য। অতএব এই হাদীসটি সাধারণভাবে দাড়ানো বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল নয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, তালহা ﷺ নিঃসন্দেহে কা'ব ﷺ অপেক্ষা বেশি মর্যাদাবন সাহাবী যেহেতু তিনি আশারে মুবাশ্‌শারার একজন এবং উমর ﷺ যে ছয় জন ব্যক্তিকে খিলাফতের জন্য মনোনিত করেছিলেন তার মধ্যে তিনি একজন। অতএব তিনি দাড়িয়ে কা'ব ﷺ কে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এটা সঠিক চিন্তা হতে পারে না।

আয়েশা ﷺ বর্ণনা করেন,

كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها

ফাতেমা ﷺ যখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসতেন তিনি তার দিকে উঠে যেতেন এবং তার হাত ধরতেন, তাকে চুমা দিতেন তারপর তাকে নিজের স্থানে বসাতেন একইভাবে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফতেমার বাড়িতে যেতেন তখন তিনি উঠে এসে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাত ধরতেন, তাকে চুমা দিতেন এবং নিজ স্থানে তাকে বসাতেন।

[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, হাসান সহীহ। আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং নিরাবতা অবলম্বন করেছেন।

এই হাদীসটিও কা'ব ইবনে মালিকের হাদীসের মতো যেহেতু এখানে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিয়ামের কথা উল্লেখ নেই বরং শশুর বাড়ি থেকে মেয়ে বেড়াতে আসলে বা মেয়ের শশুর বাড়িতে বাবা বেড়াতে গেলে যেভাবে সাদরে গ্রহণ করা উচিৎ এখানে সেই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। এই দাড়ানো যে, আদৌ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয় তার স্পষ্ট প্রমাণ হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও তার কণ্যা আগমন করলে উঠে যেয়ে তাকে স্বাগত জানাতেন।

এই হাদীসটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে আমরা দেখেছি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তার উদ্দেশ্যে কেউ দাড়াক তা পছন্দ করতেন না একারণে সাহাবায়ে কিরাম তাকে প্রচন্ড পরিমান শ্রদ্ধা সম্মান করা সত্ত্বেও তার সামনে দাড়াতেন না। অথচ এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে ফাতেমা ﷺ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আগমনে উঠে যেয়ে তাকে স্বাগত জানাতেন। এই দুটি হাদীসের মধ্যে সহজ সমন্বয় হলো তাই যা ইবনুল হাজ থেকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উভয় হাদীসে কিয়ামের দুটি ভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফাতিমা ﷺ এর হাদীসটি বিশেষ উপলক্ষে উঠে গিয়ে কাউকে স্বাগত জানানোর বিষয়ে আর আনাস ﷺ এর হাদীসটি কোনো উপলক্ষ ছাড়াই কেবল মাত্র দাড়ানোর মাধ্যমে কাউকে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উপরে কিয়ামের যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে তার আলোকে স্পষ্ট বলা যায় যে, কা'ব ইবনে মালিক ও ফাতেমা ﷺ এর উপরোক্ত কিয়াম সাধারন কিয়াম নয় বরং এই কিয়াম হলো, বিশেষ উপলক্ষে ও উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই সকল হাদীসে আমরা যে কিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করছি সে বিষয়ে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। এ বিষয়ে এই ধরণের আরো বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয় যেখানে কেউ দূর থেকে আগমন করলে বা বিশেষ আনন্দের সময় উঠে যেয়ে কাউকে স্বাগত জানানোর কথা বর্ণিত আছে। সেগুলো সুবিস্তারে বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, এই প্রকৃতির হাদীসগুলো ভিন্ন এক প্রকারের কিয়াম সম্পর্কে যে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত নেই এবং তা আমাদের এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। অতএব, আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে ঐ প্রকৃতির যাবতীয় দলিল প্রমাণ আমাদের আলোচনার বাইরে রাখায় শ্রেয়।

২. কারো সম্মানে দাড়ানো বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে আরো একটি হাদীস পেশ করা হয়।

বানু কুরাইজা যখন নিজেদের ব্যাপারে সা'দ ﵁ এর রায় মেনে নিতে সম্মত হলো তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সা'দকে ডেকে পাঠান। তিনি একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসেন। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তখন আনসার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) "তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও।" [বুখারী ও মুসলিম]

এই হদীসটির সনদ সহীহ্ হওয়ার কারণে কারো সম্মানে দাড়ানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এই হাদীসটি সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে উত্থাপন করা হয়। ইমাম নাব্বী নিজেও কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে প্রথমেই এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

উপরে বর্ণিত কা'ব ﵁ ও ফাতেমা ﵂ এর হাদীসের সাথে এই হাদীসের পার্থক্য হলো, এখানে বিশেষ কোনো উপলক্ষ আছে বলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় না। যেহেতু সা'দ ﵁ সফর থেকে ফিরে আসছেন এমন নয় আবার আত্মীয় বাড়িতে এসেছেন তাও নয় তবু তার উদ্দেশ্যে দাড়াতে বলা হয়েছে। একারণে অনেকের নিকট মনে হতে পারে কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে এই হাদীসটি উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট। এদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা হাদীসটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি।

প্রকৃত কথা হলো, এই হাদীসটি কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে যতটা স্পষ্ট মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। মূল ব্যাপার হলো, সা'দ ﵁ অসুস্থ ছিলেন তাই তাকে গাধা থেকে নামিয়ে নেওয়ার জন্য তার অধীনস্ত আনসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর প্রমাণ, অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

قوموا إلى سيدكم فأنزلوه

তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও এবং তাকে গাধা থেকে নামিয়ে নাও।

[মুসনাদে আহমদ]

ইবনে হাযার আসক্বালানী এই হাদীসটি উল্লেখের পর বলেন, (وسنده حسن) "এই হাদীসটির সনদ হাসান।" এরপর তিনি বলেন,

وسنده حسن وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه

এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি এই হাদীস কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে। [ফাতহুল বারী]

হাদীসটির বর্ণনাভঙ্গিও এই মতটিকেউ সমর্থন করে। যেহেতু সেখানে (قوموا لسيدكم) "তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাড়াও" এমন বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে (قوموا إلي سيدكم) "তোমাদের নেতার দিকে উঠে যাও" কারো দিকে উঠে যেতে বলা হলে মুলতো উঠে গিয়ে কিছু একটা করতে বলাই উদ্দেশ্য হয় কেবল উঠে দাড়িয়ে থাকা নয় এটিই স্বাভাবিক। সুতরাং এই হাদীসে কারো সম্মানে উঠে দাড়িয়ে থাকার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং উঠে গিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করার সাথে হাদীসটি সংশ্লিষ্ট।

ইমাম তিবী অবশ্য উপরোক্ত বর্ণনাগত পার্থক্যের ব্যাপারে বলেন,

وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما

"তার দিকে উঠে যাও" এবং "তার উদ্দেশ্যে উঠে দাড়াও" এই উভয় বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলা হচ্ছে তা এখানে প্রযোজ্য নয় বরং এখানে তার দিকে উঠে যাও এটা বলার মাধ্যমেই বেশি সম্মান প্রমানিত হয়। যেন এমন বলা হয়েছে যে, দাড়াও এবং তার দিকে হেটে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাও ও সম্মান প্রদর্শন করো।

[ফাতহুল বারী]

ইমাম তিবির কথার উত্তর হলো, এখানে স্বাগত জানানোর জন্য নয় বরং অসুস্থতার কারণে গাধা থেকে নামতে সাহায্য করার জন্য উঠে যেতে বলা হয়েছে। স্বাগত জানানোর বিষয় হলে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই তা করতেন অন্যদের নির্দেশ দিতেন না যেভাবে তিনি নিজের কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদের স্বাগত জানাতেন। তাছাড়া যদি ধরেও নিই এখানে উঠে গিয়ে সা'দ رضي الله عنه কে স্বাগত জানানোই উদ্দেশ্য ছিল তবে বলবো, এই হাদীসে উঠে গিয়ে স্বাগত জানানোর বিষয়টিই প্রমাণিত হয় উঠে দাড়িয়ে সম্মান করার বিষয়টি নয়। আর এই স্বাগত জানানোর উপলক্ষও রয়েছে।

ইবনে হাযার আসক্বালানী বিশেষ উপলক্ষে কারো স্বাগত জানানোর জন্য উঠে যাওয়া বৈধ এটা আলোচনার পর বিশেষ উপলক্ষ কি হতে পারে সে প্রসঙ্গে বলেন,

وأما إن كان لقادم من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس به

যদি কেউ সফর থেকে ফিরে আসে বা কোনো শাসক শাসন ক্ষমতা পায় তখন উঠে

যেয়ে তাকে অভিনন্দন জানানো দোষের বিষয় নয়। [ফাতহুল বারী]

সা'দ ﷺ এর এই ঘটনাতে উল্লেখিত দুটি বিষয়ই বিদ্যমান রয়েছে।

সা'দ ﷺ অসুস্থতার কারণে বহু দিন লোক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে হঠাৎ তাদের সামনে দৃশ্যমান হয়েছিলেন অতএব তার আগমন সফর থেকে কেউ ফিরে আসার মতোই আনন্দদায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

তাছাড়া বানু কুরাইজা নিজেদের ব্যাপারে সা'দ ﷺ যে রায় দেবেন তা মেনে নিতে রাজি হয়েছিল। ফলে সা'দ ﷺ পুরা একটি জাতির বিচারকে পরিনত হয়েছেন। তার কথার উপর একটি সম্প্রদায়ের জান-মালের ফয়সালা নির্ভর করছে। এতবড় সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তি উপলক্ষে তাকে স্বাগত জানানোটাও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

ইবনে হাজ আল-মাদখলে অনুরুপ কথা বলেছেন।

সুতারাং সা'দ ﷺ এর উদ্দেশ্যে উঠে যাওয়ার এই ঘটনাটি যদি তাকে গাধার পিঠ হতে নামিয়ে নেওয়ার জন্য নাও হয়ে থাকে বরং তাকে স্বাগত জানানোর জন্য হয় তবু এটা কেনো উপলক্ষ ছাড়াই কারো উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা বৈধ প্রমান করে না যেহেতু এই ঘটনাটি সে প্রসঙ্গে নয়।

৩. আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ

রাসুলূল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যখন তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাড়াতেন আমরাও উঠে দাড়াতাম এবং দাড়িয়ে থাকতাম যতক্ষণ না তাকে তার কোনো এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে দেখতাম। [আবু দাউদ]

এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইমাম নাব্বী বলেন,

ورواته كلهم مشهورون بالعدالة الا هلالا فانه ليس بمشهور كذا قال أبو حاتم الرازي ولكن ذكر أبي داود والنسائي له في كتابيهما دليل علي اعتمادهما عليه وقد علم ما قاله ابو داود رحمه الله تعالي في رسالته المعروفة وحاصله ان كل ما ذكر في كتابه ولم يتكلم فيه فهو حسن وهذا الحديث من هذا القبيل والله أعلم

এই হাদীসের রাবীরা সকলে সত্যবাদী হিসেবে প্রশিদ্ধ শুধু হিলাল ছাড়া কেননা যে

প্রশিদ্ধ নয়। আবু হাতিম আর-রাজি এমনই বলেছেন তবে আবু দাউদ ও নাসাই এটা তাদের কিতাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে প্রমানিত হয় তারা তার উপর নির্ভর করেছেন। আবু দাউদের প্রশিদ্ধ গ্রন্থে এসেছে, তিনি বলেছেন, আমি এই গ্রন্থে যেসব হাদীস বর্ণনা করে কোনো মন্তব্য করবো না সেটা হাসান। এই হাদীস সেই সব হাদীসের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত।

শায়েখ আলবানী অবশ্য হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন। [দয়িফু আবি দাউদ: হা:নং-১০২২]

এই হাদীসটিকে সহীহ্ ধরে নিলে এবং এখানে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্মানে কিয়াম করা হয়েছে এমন অর্থ করা হলে আনাস ﵁ এর হাদীসের সাথে এর বৈপরিত্ব সৃষ্টি হয় যেখানে বলা হয়েছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করতেন বিধায় সাহাবায়ে কিরাম তার উদ্দেশ্যে দাড়াতেন না। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ইবনুল হাজ্জ থেকে বর্ণনা করেন তিনি এর উত্তরে বলেন,

قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهم

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আলোচনা শেষ করলে, সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ প্রয়োজন পূরা করার জন্য উঠে দাড়াতেন। [ফাতহুল বারী]

আল-মাদখালে ইবনুল হাজ্জ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো,

একজন সাধারন আলেমের আলোচনা শোনার জন্যই মানুষ বিভিন্ন কাজ ফেলে বসে থাকে যখনই তার আলোচনা শেষ হয় তারা নিজ নিজ কাজ পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আলোচনা শোনার জন্যই যে সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন ব্যস্ত তা ও কাজ ফেলে বসে থাকতেন তাতে সন্দেহ নেই। ফলে যখনই তিনি আলোচনা শেষ করতেন এবং উঠে যেতেন তারা নিজেদের পূর্বের ব্যস্ততা ও কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে পড়তেন।

ইবনুল হাজের এই ব্যাখ্যাটি চমৎকার তবে এখানে আরেকটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তা হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কোনো এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম অপেক্ষা করতেন কেনো?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে হাযার আসক্বালানী সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার কথার

মূলভাব হলো, "নতুন কিছু ঘটতে পারে বা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর অন্তরে নতুন কিছু শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে এটা মনে করে তারা অপেক্ষা করতেন।"

[ফাতহুল বারী]

অর্থাৎ তারা দেখতেন তিনি আবার ফিরে আসেন কিনা। কিন্তু যখন তিনি কোনো এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা বুঝে নিতেন, এখন তিনি বিশ্রাম করবেন ফলে এখন আর তার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই তাই তারা তখন যে যার কাজে ফিরে যেতেন।

সামান্য চিন্তা করলেই এই ব্যাখ্যাটির যথার্থতা অনুধান করা সম্ভব হবে। যেহেতু এখানে দারসের শেষে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ চলে যাওয়ার সময় কিয়াম করার কথা বলা হয়েছে। যিনি চলে যাওয়ার সময় কিয়াম করা হয় তার আগমনের সময়ও কিয়াম করার প্রচলন থাকার কথা কিন্তু তেমন কিছু বর্ণিত হয়নি বরং তার বিপরীতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে অতএব উপরোক্ত কিয়াম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্যে ছিল না বরং নিজেদের কাজ-কর্মে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল এটিই স্বাভাবিক।

কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে ইমাম নাব্বী এই সব হাদীসই উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে কিছু ওলামায়ে কিরামের মতামত বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম বাগাবী, ইমাম খাত্তাবী প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের মত আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আরো কিছু বরেণ্য আলেম হতে কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে মত রয়েছে। তাদের অনেকে অবশ্য বৈধ কিয়াম বলতে দ্বিতীয় প্রকারের কিয়াম বুঝিয়েছেন।

ইবনুল হাজ্জ বলেন,

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْجُلَّةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْقِيَامِ الْجَائِزِ الْمَنْدُوبِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا عَلَى قَصْدِ قِيَامٍ ل

এই সকল ওলামায়ে কিরাম থেকে তিনি (ইমাম নাব্বী) যা বর্ণনা করেছেন তা বৈধ কিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি, কেবল দাড়ানোর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নয়। [আল-মাদখাল]

তবে কেউ কেউ তৃতীয় প্রকারের কিয়ামকেও বৈধ বলেছেন। আবার তাদের বিপরীতে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল হতে সাধারণ কিয়াম অবৈধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের সকল ওলামায়ে কিরামের মতামত এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও

নেই। যেহেতু আমরা এই গ্রন্থের শুরুতেই বলেছি, কিয়ামের তৃতীয় প্রকারটি সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে দুই পক্ষে যে কিছু আলেমের মতামত আছে বা থাকবে সেটিই স্বাভাবিক। আমরা এই গ্রন্থে উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছি এবং তার মধ্যে কোনটি প্রানিধানযোগ্য সেটা যাচায়-বাছায়ের চেষ্টা করছি।

উভয়পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপনের পর এখন আমরা কারো সম্মানে দাড়ানো বা কিয়াম করার বিধান কি সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

** কিয়ামের বিধান।*

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় কিয়াম বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো সহীহ্ বর্ণনা পাওয়া যায় না। অপর দিকে কিয়াম অবৈধ বা কমপক্ষে অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বিদ্যমান। আমরা পূর্বে বলেছি, মুয়াবিয়া ﵁ এর হাদীসটি যে ব্যক্তির অন্তরে অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে তার সামনে কিয়াম করা উচিৎ নয় এমন প্রমাণ করে আর আনাস ﵁ বর্ণিত হাদীসটি যার অন্তরে অহংকার বা গর্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই তার সামনেও কিয়াম করা যাবে না এমন প্রমাণ করে। এর মাধ্যমে কারো সম্মানে কিয়াম করার বিষয়টি শরীয়তের সৃষ্টিতে গ্রাহ্য নয় এমন প্রমানিত হয়। এখন আলোচ্য বিষয় হলো, কারো সম্মানে কিয়াম করা হারাম বলে গণ্য হবে না মাক্রুহ্ বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা কঠিন কাজ নয়। আমরা কিয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি সেখানে দেখেছি কেউ বসে থাকলে তার সামনে কিয়াম করার ব্যাপারে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে অন্যরা তার সামনে দাড়িয়ে থাক তার সম্পর্কেও জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে। ফলে গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায় এমন ক্ষেত্রে কিয়াম করা সকল আলেম নিষিদ্ধ বলেছেন। এই প্রকারের কিয়াম সরাসরি হারাম। কিন্তু কিয়ামের তৃতীয় প্রকার তথা একজন ব্যক্তি আগমন করলে সে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় নিজে দাড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করার ব্যাপারে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় নি। এখানে কেবল ঐ হাদীসটি পাওয়া গেছে যেখানে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করতেন তাই সাহাবায়ে কিরাম তার সামনে দাড়াতেন না। এই হাদীসটিতে অপছন্দ করতেন এমন বলা হয়েছে নিষেধ করার কথা বর্ণিত হয় নি। মুয়াবিয়া ﵁ এর হাদীসটিও গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কিয়াম মাকরুহ্ বলার প্রমান বহন করে। যেহেতু এর মাধ্যমে একটি নিষিদ্ধ কাজ ঘটে

যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর কেবল মাত্র সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে কোনো বিষয়কে হারাম বলা যায় না তবে অপছন্দনীয় তথা মাকরুহ্ বলা যায়। তাছাড়া আলেমদের একটি অংশ এই প্রকার কিয়াম বৈধ বলেছেন। এই সকল কারণে এ বিষয়টিকে হারাম বলার পরিবর্তে মাকরুহ্ বলাই আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

ইবনুল হাজ্জ আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ থেকে এই প্রকৃতির কিয়াম মাকরুহ্ হওয়ার বিধানই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালিককে প্রশ্ন করা হলো,

فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال أكره

একজন ব্যক্তি অন্য আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাড়ায় এটার বিধান কি? তিনি বললেন, আমি এটা অপছন্দ করি। [ইবনে তাইমিয়ার ইকতিদায়ে সিরাত]

এ বিষয়টি আলেমরা অপছন্দ করেছেন বলেই বর্ণিত আছে। কেউ এটাকে হারাম বলেছেন বলে আমি জানি না।

এই প্রকৃতির কিয়াম যে হারাম নয় বরং মাকরুহ্ এই রায়ের উপর নির্ভর করে এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মত বর্ণিত আছে।

ইনবে মুফলিহ্ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওজী থেকে বর্ণনা করেন,

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ لَا يَقُومُونَ لَهُ لِمَا يَعْرِفُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ . وَهَذَا كَانَ شِعَارَ السَّلَفِ ثُمَّ صَارَ تَرْكُ الْقِيَامِ كَالْإِهْوَانِ بِالشَّخْصِ لِذَلِكَ. فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ لِمَنْ يَصْلُحُ

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করতেন বিধায় সাহাবায়ে কিরাম তার সামনে দাড়াতেন না। সালফে সালেহীনদের অভ্যাসও ছিল এটাই। তবে বর্তমানে অবস্থা এই দাড়িয়েছে যে, কারো উদ্দেশ্যে না দাড়ালে সে অপমান বোধ করে। অতএব এখন যোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাড়ানো উচিৎ।

ইবনে মুফলিহ্ আরো বলেন,

وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ : يَنْبَغِي تَرْكُ الْقِيَامِ فِي اللِّقَاءِ الْمُتَكَرِّرِ الْمُعْتَادِ لَكِنْ

إِذَا اعْتَادَ النَّاسُ الْقِيَامَ وَقَدِمَ مَنْ لَا يَرَى كَرَامَتَهُ إِلَّا بِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ . فَالْقِيَامُ دَفْعًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْفَسَادِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ الْمُفْضِي إِلَى الْفَسَادِ وَيَنْبَغِي مَعَ هَذَا أَنْ يَسْعَى فِي الْإِصْلَاحِ عَلَى مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ

শায়েখ তাকিউদ্দিন এমনটিই বলেছেন। তিনি বলেন যার সাথে নিয়মিত দেখা হয় তার উদ্দেশ্যে দাড়ানো পরিত্যাগ করা উচিৎ। তবে যখন মানুষ দাড়ানোর বিষয়টিকে অভ্যাসে পরিনত করে ফেলে এবং না দাড়ালে অসম্মান হয় এমন মনে করে তখন দাড়াতে সমস্য নেই। শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবর্তে দাড়ানোই উত্তম। তবে সেক্ষেত্রেও মানুষকে ধীরে ধীরে সুন্নাতের উপর নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। (অর্থাৎ তাদের বোঝাতে হবে যে এটা পরিত্যাগ করা উচিৎ)। [আল-আদাব]

এটিই ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কর্মপন্থা। উপরে আমরা বলেছি বর্তমানে বহু সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের জন্য ছাত্রকে দাড়াতে বাধ্য করা হয়। এটা সঠিক কাজ নয়। ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের উচিৎ সম্ভব হলে বিষয়টি শিক্ষকদের বোঝাতে চেষ্টা করা। কিন্তু শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে দাড়ানো পরিত্যাগ করলে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা ও গোলোযোগ সৃষ্টি হওয়ার ভয় হয় তবে দাড়ানো যেতে পারে। যেহেতু বিষয়টি মাকরুহ্ পর্যায়ের তাই তাতে বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়।

** ইসলামে গুরুজনদের সম্মান।*

এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কারো সম্মানে কিয়াম করা শরীয়ত সম্মত নয় এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলামে গুরুজনদের সম্মান করতে বলা হয়নি। কিছু নির্বোধ প্রকৃতির লোক এটা মনে করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সৎ চরিত্র ও সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্যই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করেছেন। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وإنك لعلي خلق عظيم) "আপনি তো সর্বোত্তম চরিত্রের উপর আছেন" [কালাম/৪] রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أنزلوا الناس منازلهم) "তোমরা প্রতিটি ব্যক্তিকে তার যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করো" [আবু দাউদ] রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, (مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا) "যে কেউ মুসলিমদের মধ্যকার ছোটদের স্নেহ করেনা, বড়দের সম্মান করে না সে আমার কেউ না" [আবু দাউদ]

তিনি আরো বলেন, وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ

অন্যান্য নেককার বান্দাদের মধ্যে একজন আলেমের মর্যাদা তারকারাজির মধ্যে চাঁদের মর্যাদার মতো। [তিরমিযী]

তিনি আরো বলেন, مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ

নেককার সুলতানকে যে অসম্মান করে আল্লাহ তাকে অসম্মান করেন। [তিরমিযী]

এছাড়া আরো অনেক হাদীসে নেককার মুসিলম, আলেম, শাসক, মুরব্বি ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর গুরুজনকে সম্মান প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে কোনো ব্যাপারেই ইসলাম বাড়াবাড়ি করা পছন্দ করে না। একারণে প্রতিটি বিষয়ে ইসলাম একটি সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারন করে যা অলঙ্ঘনীয়। সলাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কিন্তু এমন কিছু সময় রয়েছে যখন তা আদায় করা যায় না। অনুরুপ সওম একটি ইবাদত কিন্তু ঈদের দিন সওম পালন করা যায় না। একইভাবে ইসলাম গুরুজনদের পরিপূর্ণ সম্মান প্রদান করতে আদেশ করে তবে নিষিদ্ধ কোনো পন্থায় তা করা যাবে না। কারো সম্মানে কিয়াম করা নিষেধ অতএব কিয়াম করার মাধ্যমে গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। কিন্তু এ থেকে যেনো কেউ এমন মনে না করে যে, কাউকে সম্মান করতে হবে ইসলামে এটার কোনো গুরুত্ব নেই।

সাধারনভাবে কারো সম্মানে দাড়ানো বা কিয়াম করার বিধি-বিধান জেনে নেওয়ার পর আমরা মিলাদে কিয়াম করা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবো।

** মিলাদে কিয়াম।*

আরবী শব্দ মিলাদ (ميلاد) অর্থ "কারো জন্মের সময়"। প্রচলিত অর্থে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মের সময়কে মিলাদ বলা হয়। বিশেষত উপমহাদেশের সাধারন মানুষের মধ্যে "মিলাদ" শব্দটি অবশ্য একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারা বিভিন্ন উপলক্ষে দোয়া ও দরুদ পড়ার মাহ্ফিলকে মিলাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। বর্তমানে এধরণের মাহ্ফিলকে মিলাদের পরিবর্তে দোয়ার মাহ্ফিলও বলা হয়ে থাকে। এধরণের মাহ্ফিলের বৈশিষ্ট হলো, কবিতা বা বক্তব্যের আলোকে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্ম ও তার জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা, তার উপর দরুদ পাঠ করা, সাধারনভাবে সকল মুসলিমদের জন্য এবং বিশেষভাবে মাহ্ফিলের আয়োজকদের জন্য দোয়া করা ইত্যাদি। মাহ্ফিলের শেষে সবাইকে মিষ্টিমুখ করাও এসব মাহ্ফিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একসময় এই ধরণের মাহ্ফিলের সাথে বেশ কিছু

নিষিদ্ধ বিষয় সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। উর্দূ বা ফার্সীতে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ব্যাপারে এমনসব কবিতা বলা হতো যাতে শিরক-কুফর বা অতিরঞ্জন ছিল। সেই সাথে প্রচুর পরিমাণ জাল ও বানোয়াট কাহিনী শোনানো হতো। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর দরুদ পাঠ করার সময় তিনি মাহ্ফিলে উপস্থিত হয়ে থাকেন এই ধারণাবশত মাহ্ফিলে একটি খালি চেয়ার রাখা হতো এবং দরুদ পাঠের সময় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ হাজির হয়েছেন এমন মনে করে সকলে দাড়িয়ে যেতো। এছাড়া আরো অনেক নিষিদ্ধ কর্মকান্ড ছিল যে কারণে দেওবন্দের আকাবিররা এক সময় মিলাদ না জায়েজ এমন ফতোয়া দিয়েছিলেন।

বর্তমানে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের দেশে বেশিরভাগ এলাকাতে এখন যেসব মিলাদ হয় সেখানে শিরক-কুফর মিশ্রিত কবিতা পাঠ করা হয় না। দরুদ পাঠ করার সময় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ হাজির হন মানুষ এমন আক্বীদা পোষণ করে না বিধায় তারা খালি চেয়ার রাখে না এবং কিয়ামও করে না। তারা কেবল দোয়া-দরুদ ও মিষ্টিমুখ করার রীতিটি চালু রেখেছেন। যদিও কিছু লোক এ বিষয়টির বিরুদ্ধেও আদা-জল খেয়ে লেগে গেছেন। তারা এটাকে বিদয়াত ফতোয়া দিয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। মিলাদের মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় বিষয় আছে কিনা সেটা তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় তাদের কেবল একটিই যুক্তি, সাহাবায়ে কিরাম এধরণের অনুষ্ঠান করেন নি ফলে এটা ঘৃনিত বিদয়াত। বিদয়াতের সংজ্ঞা ও মিলাদের বিধান সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই না। পরবর্তীতে এ বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনার ইচ্ছা রাখি ইনশাআল্লাহ। এখানে আমরা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবনী পাঠ করার সময় বা তার উপর দরুদ পড়ার সময় কিয়াম করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রথমেই আমরা বলবো, এ বিষয়টি দু রকম হতে পারে।

১. রাসুলূল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত হয়েছেন এই বিশ্বাস রেখে তার সম্মানে কিয়াম করা।

যারা কিয়াম করে তাদের বেশিরভাগই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মজলিসে উপস্থিত আছেন এই বিশ্বাসে তার সম্মানে কিয়াম করে। অনেক সময় দেখা যায় তারা মজলিসে একটি খালি চেয়ার রাখে। ধারনা করা হয় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এসে এই চেয়ারে বসবেন। এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাসের মধ্যে গণ্য।

বাহ্রুর রায়েকে বলা হয়েছে,

لَوْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَنْعَقِدُ وَيَكْفُرُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَمُ الْغَيْبَ

যদি কেউ, আল্লাহ্ ও তার রাসুলকে স্বাক্ষী রেখে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তবে সে বিয়ে বৈধ হবে না এবং উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে যেহেতু সে মনে করেছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ গায়েব জানেন।

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী আল-হানাফী ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب

যে ব্যক্তি মনে করে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ গায়েব জানেন হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম স্পষ্টভাষায় তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। [পৃষ্ঠা-২২৫]

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ

আল্লাহর কিছু ফেরেশতা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করে বেড়ায়। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছে থাকে। [নাসাঈ]

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী ইবনে হাযার থেকে বর্ণনা করেন,

وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ طُرُقًا مُتَعَدِّدَةً وَحَسَّنَ بَعْضَهَا

ইবনে আসাকির এই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন এবং তার মধ্যে কিছু রেওয়ায়েত হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। [মিরকাত]

শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

উম্মতের সলাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌছে দেওয়া সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস বর্ণিত আছে। এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর দরুদ-সালাম পাঠ করা হলে ফেরেশতারা সেটা তার নিকট পৌছে দিয়ে থাকেন সুতরাং যেখানে দরুদ-সালাম পাঠ করা হয় স্বয়ং রাসুলূল্লাহ্ ﷺ সেখানে হাজির হয়ে যান এটা সঠিক নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শানে এটা শোভনীয়ও নয়। যে-যেখানে দরুদ-সালাম পেশ করবে রাসুলূল্লাহ্ ﷺ সেখানে ছুটে বেড়াবেন এটা তার সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না।

এই বিশ্লেষণ স্বাপেক্ষে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কোনো মজলিসে হাজির হন এই ধারনা স্পষ্ট ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, এই ধারানার বশবর্তী হয়ে কিয়াম করা বা মজলিসে একটি খালি চেয়ার রাখা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট

বিদয়াত হিসেবে গণ্য।

২. কোনো ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ছাড়াই কেবলমাত্র রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবনী পাঠ করার সময় বা তার উপর দরুদ পড়ার সময় তার সম্মানে দাড়িয়ে যাওয়া।

সন্দেহ নেই যে, এই প্রকৃতির কিয়ামটি আগেরটি অপেক্ষা সহজ। যেহেতু এখানে পূর্বে বর্ণিত ভ্রান্ত ধারনা উপস্থিত নেই। একারণে কোনো প্রকার নিষিদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস ছাড়াই কেবল রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর দরুদ-সালাম পাঠ করার সময় বা তার জীবনী পাঠ করার সময় বিশেষত তার জন্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাড়ানো বৈধ কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে কিছু দ্বিমত আছে।

আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী ফায়জুল বারিতে ইবনে হাযার ও ইমাম সুয়ূতী থেকে এ বিষয়টি বৈধ হওয়ার মত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এ মত খন্ডায়ন করেছেন এবং এ বিষয়টিকে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

واعلم أن القيامَ عند ذكر ميلاد النبيِّ صلى الله عليه وسلّم بِدْعةٌ لا أصلَ له في الشرع

জেনে নাও, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় উঠে দাড়ানো বিদয়াত। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। [ফায়জুল বারী]

পরবর্তীতে তিনি বলেন, إلا أن البدعة قد تكون مكروهةً تنزيهًا، وقد تكون مكروهةً تحريمًا،

তবে বিদয়াত কখনও মাকরুহে তানযিহী হয় আবার কখনও মাকরুহে তাহ্‌রিমী হয়।

একথার মাধ্যমে তিনি সম্ভবত বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ছাড়াই কেবল মাত্র রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে সম্মান প্রদর্শন করে কিয়াম করার বিষয়টি মাকরুহে তানযিহী এটা বোঝাতে চেয়েছেন।

ইবনে হাযার হাইতামীও অনুরুপ কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

ونظير ذلك فعل كثير عند مولده صلى الله عليه وسلم ووضع أمه له من القيام وهو أيصا بدعة لم يرد فيه شيئ على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم فالعوام معذرون لذلك بخلاف الخاصة

বর্তমানে বহু সংখ্যক লোক রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবনী বর্ণনার সময় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মায়ের গর্ভ হতে দুনিয়ার বুকে আগমনের সংবাদ শোনার সাথে সাথে দাড়িয়ে যায়।

এটাও বিদয়াত। শরীয়তে এ বিষয়ে কিছু বর্ণিত হয় নি। তবে মানুষ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকে। সাধারন মানুষ এমন করলে তাদের ওযর দেওয়া যায় তবে আলেমরা এটা করলে তা ওযরের যোগ্য হতে পারে না। [ফাতাওয়ায়ে হাদীসিয়্যা]

এ বিষয়ে আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী এবং ইবনে হাযার হাইতামী যে মন্তব্য করেছেন আমার নিকট সেটিই যথার্থ মনে হয়।

বিষয়টিকে সম্পষ্ট হারাম বলা যায় না যেহেতু এখানে নিষিদ্ধ কোনো আক্বীদা-বিশ্বাসের স্থান নেই বরং কেবলমাত্র রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এটা করা হচ্ছে। কিন্তু এটা মাক্রুহ্ হবে কারণ, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ দাড়ানোর মাধ্যমে কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা অপছন্দ করেছেন একারণে সাহাবায়ে কিরাম তার সামনে দাড়াতেন না। যখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায়ই তার সামনে দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয় নি তখন তার মৃত্যুর পর এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে!

তাছাড়া বাস্তব কথা হলো, কিয়াম উপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। উপরে আমরা যে তিন প্রকার কিয়ামের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি সেগুলোর উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তার কোনোটি অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পেশ করার রীতি ছিল না। সুতরাং রাসুলূল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত হয়েছেন এই আক্বীদা না থাকলে তার উদ্দেশ্যে দাড়ানোর বিষয়টি বোধগম্য নয়। একারণে মিলাদ মাহ্ফিলে দরুদ পাঠ করার সময় সকলে উঠে দাড়ালে যে কেউ এটাই ধারনা করবে যে, রাসুলূল্লাহ্ ﷺ এখন উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এধরণের স্থানে কিয়াম করা হলে সাধারন মানুষের মধ্যে ভুল বুঝের সৃষ্টি হতে পারে। এধরনের আশঙ্কা থাকলেও কোনো বিষয় মাকরুহ্ প্রমানিত হয়।

বর্তমানে দেখা যায় মৃতদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দশ্যে কিছু সময় দাড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। এ বিষয়টির বিধানও একই। তবে যদি এভাবে দাড়িয়ে কোনো কাফিরকে বা কোনো স্পষ্ট পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে বিষয়টি অধিক ভয়াবহ হবে।

মোট কথা, যখন কিয়ামের সাথে অন্য কোনো নিষিদ্ধ বিষয় যুক্ত হয় যেমন, গর্ব অহংকার করা, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে হাজির নাজির মনে করা, কাফির ও স্পষ্ট পাপাচারী ব্যক্তিকে সম্মান করা ইত্যাদি তবে সেক্ষেত্রে কিয়াম করার বিধান হারাম বা শিরক-কুফর পর্যন্ত পৌছাতে পারে। কিন্তু যখন এসব নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থেকে শুধু

মাত্র যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিয়াম করা হয় তখন বিষয়টি মাক্রুহ্ হবে। যেহেতু এটা সম্মান প্রদর্শনের শরীয়ত সম্মত পন্থা নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

تمت بالخير ولله الحمد

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩১. কল্পনায় জান্নাত (কবিতা গ্রন্থ)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩২. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৩. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ) ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)